বাসন্তিকা

(গীতি-নাট্য)

শ্রীমণীন্দ্র নাথ সিংহ, বি, এস্-সি

প্রণীত।

রঙ্গমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৩৮

প্রকাশক—
শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে
১০১।এ, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীপুলিনবিহারী দে
"দি ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৩৪৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

অগ্রজা—

শ্রীমতী নীহারবালা বসু

করকমলেষু।

দিদি ঃ

ক'টি ঝরা ফুলে আমার এ মালা গাঁথা ; জানি, এ মালা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে শুকিয়ে যাবে, তবু হয় ত তোমার স্নেহধারায় সঞ্জীবিত হোয়ে এক লহমাও এর সৌরভ ব্যাপ্ত হোতে পারে তোমায় ঘিরে'—সেই ত আমার বিফল প্রয়াসের সফলতা—সেই দুরাশা বুকে কোরে রাখলাম এ মালা তোমার পায়ের তলে। ইতি—

দফরপুর, বহরকুলী
বর্দ্ধমান, ১৬ই মাঘ, ১৩৩৮

স্নেহাধীন—
শ্রীমনীন্দ্র নাথ সিংহ

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ

ঋতুরাজ

দখিন্‌ হাওয়া

ঋতুদূত

শীতা

বাসন্তিকা

বকুল

বেলা

চামেলী

দু'টি কথা

'বাসন্তিকা'—কাল্পনিক নাটিকা,

বাস্তব জগতে এর পরিচয় মেলে না, সুতরাং সে দিক দিয়ে বিচার এর চলে না। নামের উৎপত্তি বা অর্থ হয়ত অভিধানে নাই, যেমন শীতা (শীতের রাণী)।

মিনার্ভা ইন্‌ষ্টিটিউটের এক সাহিত্য-বৈঠকে, সমিতির সুযোগ্য সহ-সম্পাদক, আমার অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীহরিদাস শীল এই গল্পাংশ একটি নাটিকায় ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। তাঁরই অনুরোধে এই গ্রন্থ প্রণয়ণ, সুতরাং খ্যাতি যা' তাঁরই প্রাপ্য আর অখ্যাতি আমার অক্ষমতার পরিচয়। আমার অন্যতম সুহৃৎ শ্রীসুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রণয়ণে বিশেষ সহায়তা কোরেছেন। আর নাটিকাকে সজীব মূর্ত্তিতে গড়ে তুলেছেন যে শিল্পী অক্লান্ত পরিশ্রমে, সেই সর্ব্বজন-পরিচিত, সুগায়ক, রঙ্গমহলের নাট্যশাখা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছেও আমার ঋণ কম নয়। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে এঁদের ঋণ স্মরণ কোরে আমার নাটিকাকে ছেড়ে দিলাম সবার মাঝে। ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রথম অভিনয়—রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

অনুষ্ঠাতা—শ্রীকালিদাস গোস্বামী।

সুর-সংযোজক—শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।

প্রযোজক—শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য ও
শ্রীহরিদাস শীল (এমেচার)।

নৃত্যশিক্ষক—শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ (ভেলুবাবু)

ঋতুরাজ—শ্রীনির্ম্মল বসু।

ঋতুদূত—শ্রীনলিনীকান্ত দত্ত।

দখিন্ হাওয়া—শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শীতা—শ্রীমতী ইন্দুবালা।

বাসন্তিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা (কটি)।

বকুল—শ্রীমতী নন্দরাণী।

বেলা—শ্রীমতী দুর্গারাণী।

চামেলী—শ্রীমতী সরলাবালা।

অন্যান্য পুষ্পগণ—শ্রীমতী নীলিমা দেবী, প্রসাদী,
মনোরমা, লক্ষ্মী ও পুতুল।

হারমোনিয়াম-বাদক—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়।

বংশীবাদক—শ্রীনেপাল চন্দ্র রায়।

পিকলুইষ্ট—শ্রীকানাইলাল বসাক।

সঙ্গতী—শ্রীমন্মথ কুমার ঘোষ।

রঙ্গভূমি-সজ্জাকর—শ্রীযজ্ঞেশ্বর সাহা।

স্মারক—শ্রীসরোজ কুমার বসু।

বাসন্তিকা

প্রথম দৃশ্য

[দৃশ্য-পরিচয় :—ঋতু-কুঞ্জের এক পার্শ্ব—শুষ্ক লতাকুঞ্জ—শীতের রাত্রিশেষ—আর্ত্ত ধরিত্রীর মৃদু ক্রন্দন-ধ্বনি ভেসে আসছে—কালো ওড়নায় ঢাকা ঋতুরাজ নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে বসে আছে আর শীতা নৃত্য-সহকারে তা'র জয়গান গাইছে।]

(গান)

ওগো ঋতুরাজ, হৃদয়-দেবতা !
কেন ধরণী কাঁদে গুমরি' ?
পবনে রেশ তার উঠিল ভরি'।
কোথা তব বরাভয় ? জাগো দেবতা,
ধ্বংসের বুকে আনো শুভ বারতা।
নিশিদিন কাঁদে ঐ ভীতা ধরণী,
ঐ মম জয়নাদ তূর্য্যধ্বনি।
শ্মশানের বুকে তুমি জাগো দেবতা,
ভাঙো মায়াজাল, মৃত্যু-স্থবিরতা,
জাগো ঋতুরাজ ; জাগো দেবতা।

শীতা। (অট্টহাস্যে)—হাঃ, হাঃ, হাঃ, তুমি আমায় অভিশাপ দিয়েছিলে মনে পড়ে রাজা!

রাজা। হাঁ, তুমি তার প্রতিশোধও কম নাও নি শীতা।

শীতা। প্রতিশোধ! হাঁ, নিয়েছি, তুমি আমায় অভিশাপ দিয়েছিলে যে আমার আগমনে ধরার বুকে কোন স্পন্দন জাগ্‌বে না, তোমার সে অভিশাপ আমি ব্যর্থ কোরেছি, কিন্তু তৃপ্তি তা'তে কতটুকু পেয়েছি রাজা?

রাজা। কেন পাও নি শীতা? আমার এ পরাজয়ের গ্লানি কি তোমায় কোন তৃপ্তি দেয় নি?

শীতা। আকস্মিক তৃপ্তি হয়ত পেয়েছিলাম, কিন্তু তা'র মূল্য কতটুকু? রমণীর সহজাত কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়ে যে গৌরব আমি ক্রয় কোরেছি, পরে দেখলাম তা'র মূল্য কত হীন, কত হীন, রাজা।

রাজা। সত্যই কি তা'র কোনও মূল্য নাই শীতা?

শীতা। না রাজা, রমণীর কাছে তা'র কোনও মূল্যই নেই। চেয়েছিলাম তোমার মদালস আঁখির চাহনি, তোমার সুকোমল বাহুর আলিঙ্গন, কিন্তু পেলাম শুধু ঘৃণাভরা উপেক্ষা। এই উপেক্ষার আবর্জ্জনায় আমার ডালা সাজাতে হোল। কিন্তু কেন?

রাজা। কেন শীতা?

শীতা। (হঠাৎ)—রাজা তোমার দু'চোখে দু'রকম ভাষা খেলে কেন?

রাজা। কই, আমি ত তা'র কোন আভাস পাই নি।

শীতা। বাধা দিওনা, বাধা দিও না,—যে ভাষা ফুটে ওঠে তোমার চোখে বসন্তের আগমনে, সে ভাষায় কি আমার আগমনী এক লহমার জন্যও তুমি গাইতে পারো না? আমার সারা জীবনের বিনিময়ে এই এক লহমা, এক লহমা, আমি ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি।

রাজা। শীতা, বিশ্বাস করো, আমার প্রাণ তোমায় ভিক্ষা দেবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু আমি নিতান্ত নিঃসহায়। যে ভাষা ফুটে ওঠে আমার চোখে বসন্তের আগমনে, সে ভাষা ত আমার নিজস্ব নয়, সে যে তা'রই দান; সে আবেগ শত চেষ্টায়ও আমি অসময়ে ফিরিয়ে আনতে পারি না।

শীতা। কেন রাজা? কিসের অভাব আমার দেহে? উচ্ছল যৌবন আমার সারা অঙ্গ ছেয়ে আছে। কিসের অভাব আমার মনে? রক্তের নর্তনে হিয়ার প্রত্যেক তন্ত্রীতে অলৌকিক শিহরণ লেগেছে। তাদের সাহচর্য্যে তোমার অনুভূতি নিশ্চল কেন?

রাজা। সবই তোমার আছে শীতা, কিন্তু কি জানি কিসের অভাবে মন আমার সাড়া দেয় না। যখনই মনে পড়ে, সত্যই তোমার ওপর একটা অবিচার কোরেছি, তখনই সবলে মনের বাঁধন কষে' তোমায় ভালোবাসতে চেয়েছি, পারি নি। কিন্তু কেন জান? আমার মনের ভেতর

যে মদন লুকিয়ে আছে, সে তোমার শিহরণ সইতে পারে না, তাই সে থাকে লুকিয়ে। নিজের অস্তিত্ব সে ভুলে যায়, তাই তার দেখা তুমি পাও না শীতা।

শীতা। তবু ভালো, অবিচার যে তুমি করেছো একথা স্বীকার করো।

রাজা। অস্বীকার কর্ব্বার দুর্ব্বলতা আমার নাই।

শীতা। কিন্তু রাজা, ধরণীর বুকে যে কলরোল আমি ধ্বনিয়ে তুলেছি, তা'রই বিরুদ্ধে তুমি প্রায়ই অভিযোগ করো। তুমি আমায় প্রতিনিয়তই স্মরণ করিয়ে দাও এ আমার অবিচার, তাই তা'র সংশোধন তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা করো, নয় কি ?

রাজা। ঠিক তা'ই শীতা।

শীতা। আর নিজের সৃষ্ট অবিচার বুঝি শাশ্বত হোয়ে থাকবে। চমৎকার !

রাজা। আমি তোমার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি শীতা।

শীতা। আর আমি তোমার নির্ম্মম হৃদয়-হীনতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি রাজা। আমার নির্ম্মমতা তোমারই সৃষ্ট। আমি এনেছি ধরার বুকে ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন, আর তুমি, তুমি আমার বুকে চিরন্তন দুঃস্বপ্নের ছবি এঁকে দিয়েছো। আমার মধ্যে নারীত্ব যা ছিল সব মুছে গিয়েছে তোমার অবিচারে। নারীর এর বাড়া দুঃসহ লজ্জা নেই রাজা।

রাজা। হাঁ, অভিযোগ কর্ব্বার যথেষ্ট কারণ তোমার আছে।

[হঠাৎ সবুজ আলোয় ঋতুকুঞ্জ ছেয়ে গেল, ঋতুরাজের কালো ওড়না খসে' গেল—সবুজ ঋতুকুঞ্জের মাঝে সবুজবেশে ঋতুরাজ—একটা অস্পষ্ট আনন্দরোল ভেসে এলো ও গান গাহিতে গাহিতে ঋতুদূতের প্রবেশ]

(গান)

নিশীথরাতের কাজল মায়ায় আজ্‌কে কাহার ফুলবাসর,
কাহার পরশ লাগ্‌লো বুকে, ভাঙলো আমার নিদ্‌সায়র।
কোন্ রূপসী ঘোম্‌টা মুখে,
এলো রে ওই ধরার বুকে,
চপল আঁখির ললিত লীলায় করিলো আমার মন কাতর।

[ঋতুদূতের প্রস্থান।

শীতা। এ কি হঠাৎ বুকের মাঝে অহেতুক শিহরণ জাগে কেন? ধরার বুকে এ কি উল্লাসকর গীতির প্লাবন? বুঝেছি, আমার সময় ফুরিয়েছে। বিদায়ের সময় চোখের জলে ফিরতে হোল রাজা, তোমার দুয়ার হোতে, কিন্তু আবার যখন আসবো তখন যেন অফুরন্ত আনন্দ আমার সাথী হোয়ে আসে।

রাজা। আশীর্ব্বাদ করি তোমার এ কামনা যেন সফল হয়।

[এক পার্শ্ব হইতে বসন্তরাণীর প্রবেশ, অপর পার্শ্ব হইতে শীতার প্রস্থান]

বাসন্তিকা

রাজা।

(গান)

ও আমার কল্পলোকের সুন্দরী,
ধরার বুকে নাম্‌লে তুমি আশার কানন মুঞ্জরি'।
ও আমার কল্পলোকের সুন্দরী।
ভুলিয়ে দিয়ে দুখের স্বপন সুখের ছবি আঁক্‌লে গো,
তাই ত তোমায় ধরার বুকে ভোম্‌রা বঁধু ডাক্‌ছে গো।
তোমার পায়ের রেণু মাখি', ফুলের গন্ধে বাতাস ভরি',
উঠ্‌লো জেগে সবুজ ধরা নবীন গানে গুঞ্জরি'।
ও আমার কল্পলোকের সুন্দরী।

বাসন্তিকা।

(গান)

গানের সুরে হোল সুরু আমার অভিযান,
সাঙ্গ হোয়ে গেলো এবার গভীর অভিমান।
ঐ দরদীর চোখের চাওয়ায়
ডাক দিলে আজ উতল হাওয়ায়
তাইত সখা, এলাম ছুটে গাইতে মিলন-গান।
আজ্‌কে বঁধু, তোমায় আমি কোরবো আমার দান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য-পরিচয়—কুঞ্জবনের এক পার্শ্ব—রাত্রি সবে প্রভাত হোয়েছে—চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে বকুলরাণীর প্রবেশ]

(গান)

কোথায় ওগো লুকিয়ে আছো ফুলপিয়াসী দখিন্ হাওয়া
ভোর-নিশীথে স্বপনঘোরে শুনেছি যে তোমার চাওয়া।
অভিসারের তিয়াস ঢেলে,
রক্ত-আগুন বুকে জেলে,
ধরার মাঝে ফুট্‌লো বকুল প্রেমসায়রে নাওয়া।
তোমার মাঝে হারিয়ে যাবার আজ্‌কে দাবীদাওয়া।

[গান গাহিতে গাহিতে দখিন্ হাওয়ার প্রবেশ]

(গান)

তন্দ্রালস আঁখি আমার উঠ্‌লো জেগে কাহার ডাকে,
রূপকুমারী ডাক্‌ছে বুঝি কুঞ্জবনের ফাঁকে ফাঁকে।
তরুণ রবির অরুণ আলোয় উথ্‌লে ওঠে কাহার হাসি,
কইছে আমার মনের দ্বারে, কোন্ পিয়ারী ভালোবাসি।
লজ্জানত আঁখির কোণে অভিমানের অশ্রু জাগে,
অভিসারের যায় যে বেলা, কয় সে আপন মনের ফাঁকে।

বঃ হাঃ। তুমি কতক্ষণ এসেছো বকুল ?

বকুল। নিশাশেষে সখী বাসন্তিকা যখন এলো তা'র অভিসারে তখন আমারও মন চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো তোমার জন্য। সখীকে ঋতুকুঞ্জে পৌঁছে দিয়েই এলাম আমি তোমার অন্বেষণে।

বঃ হাঃ। এসে কি দেখ্‌লে ?

বকুল। দেখলাম প্রকৃতি নীরব, নিথর, স্পন্দনহীন, হাওয়ার লেশ সেখানে নাই। কুঞ্জে কুঞ্জে কোয়েলা ডেকে উঠ্‌লো আমার আগমনে, কিন্তু তোমার ছোঁয়াচ্‌ ত লাগ্‌লো না আমার বুকে।

বঃ হাঃ। তখন, তখন, তুমি কি কোরলে ?

বকুল। চারিদিকে ব্যর্থ অন্বেষণের পর আকুলস্বরে তোমায় ডাক্‌তে লাগলাম, তা'রপর—

বঃ হাঃ। তা'রপর, তা'রপর তোমার সে গানের আকুলতায় আমার অলস তন্দ্রা টুটে গেল, আমি আর স্থির থাক্‌তে পারলাম না ; তাই ছুটে এলাম তোমায় ধরা দিতে।

(গান)

ভোর না হোতে কাহার চাওয়া লাগ্‌লো আমার বুকে।
ঘুমিয়েছিলাম তখন আমি গভীর স্বপন-সুখে।
তোমার ও গান করুণসুরে,
ডাক দিল মোর মানসপুরে,
অভিসারের পথে আমি ঝাঁপিয়ে এলাম সুখে।

আমার আসতে দেরী দেখে তোমার খুব রাগ হোচ্ছিল না বকুল ?

বকুল। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তোমায় কাছে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগ্‌ছে। এই ভালো লাগার জন্য তোমার এ গুরুতর অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। কথায় কথায় অনেক বেলা হোয়ে গেল, ঋতুকুঞ্জে সখী বাসন্তিকার আজ আগমনী উৎসব। আমাদের বিলম্বে সখী হয়ত অধীরা হোয়ে পড়েছে, আমরা না গেলে যে তা'র উৎসব পূর্ণ হোতে পারে না।

দঃ হাঃ। হাঁ, হাঁ, চল।

(গান)

চল বকুল গন্ধ আকুল,
উড়িয়ে দখিন্ বায় ;
আঁচলখানি বাড়িয়ে নিয়ে
প্রেমের অলকায় !
বকুল—সেই আশাতেই বাঁধন-দড়ি
সরিয়ে নিলাম হায় !
যেতে হ'বে অনেক দূরে
ল'য়ে মলয় বায়।
(দুজনা)—যেতে হ'বে অনেক দূরে
প্রেমের অলকায়।

তৃতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য-পরিচয়—বাসন্তীনিশা—ফুল্ল লতাকুঞ্জের মাঝে বসন্ত-রাণী, পুলকের আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে তা'র মুখে—দূরে থেকে আনন্দের উচ্ছ্বাসমাখা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছে। একে একে গাহিতে গাহিতে দখিন্ হাওয়া, বকুল, বেলা, চামেলী প্রভৃতির প্রবেশ]

(গান)

দঃ হাঃ— আমি এসেছি দখিন্ হাওয়া।

বকুল— আমি দিয়েছি বকুল ছোঁওয়া।

বেলা— আমি এনেছি প্রাণের প্রীতি
গাহিতে বরণ-গীতি।

চামেলী— তোমারই লাগিয়া হারায়েছি সখি,
প্রাণের গোপন দিঠি।

সকলে— সকলে মিলিয়া সাজায়েছি ডালা
প্রীতির সায়রে নাওয়া।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। ঋতুকুঞ্জে আজ কা'র অভ্যর্থনা রাণী ?

বাসন্তিকা। ঋতুরাজের।

রাজা। তোমার শুনতে ভুল হোয়েছে, রাণী। আজ নিখিল বাতাসে তোমার অভ্যর্থনা-গীতি ছড়িয়ে পড়েছে, বিহঙ্গের মুখে আজ তোমারই অভ্যর্থনা-কাকলী বেজে উঠেছে, লুব্ধ ভ্রমর পিয়ার বুকের মধু আকণ্ঠ পান কোরতে কোরতে গুঞ্জন-গীতিতে তোমাকেই স্মরণ কোরছে। ধন্যা তুমি রাণী, আর ধন্য আমি তোমায় পেয়ে।

বাসন্তিকা। কিন্তু আমার নিজের ত কোন বৈশিষ্ট্যই নাই। তুমি আমায় সাজিয়েছো যে সাজে, তুমি আমায় চাও যে ভাবে, সেই সাজে, সেই ভাবেই ত এলাম আমি ধরার বুকে, তোমায় ধরা দিতে।

রাজা। রাণী, আমি খেয়ালের বশে আমার ছয় ছয়টি রাণীকে ছ'রকম ভাবে, দৃশ্যে, কল্পনায় সাজিয়েছি, নিত্য-নূতনের আকিঞ্চনে। তা'দের প্রত্যেকের আগমনে ফুটে ওঠে আমারই অবিমৃষ্যকারিতার ফল,—মন আমার বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে তাদের সাহচর্য্যে ; কিন্তু তুমি যখন আসো তখন মন আমার কানায় কানায় ভরে ওঠে।

বাসন্তিকা। কেন রাজা ? নিত্য-নূতনের প্রলোভন কি তোমায় ভোলাতে পারে না ?

রাজা। তা'রা হয়ত আমার নয়নের খেয়াল মেটাতে পারে, কিন্তু বিরাট ধরণীর তা'তে কি যায় আসে ? রাজা আমি, তা'দের সুখ, ঐশ্বর্য্য, উন্নতিই আমার কাম্য।

বাসন্তিকা। কিন্তু এ ত তা'দের দোষ নয় রাজা।

রাজা। না রাণী, তাইত এই অবিমৃষ্যকারিতার গ্লানি আমার সারা জীবন ছেয়ে আছে। কিন্তু তুমি যখন আসো আমার সে গ্লানি অতর্কিতে চলে যায়, ধরার মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে, লতায় পাতায় সবুজের হিল্লোল, আমার মনের কানায় কানায় সবুজ, সবুজ, কেবল সবুজ, আর তারই মাঝে বসে আছো তুমি, তুমি সবুজসুন্দরী।

বাসন্তিকা। এই রং, এই গন্ধ, এই গান, যখন তোমার এত পছন্দ, তখন কেন তুমি তোমার ছয় রাণীকেই এই একই রংয়ে, গন্ধে, গানে, সাজিয়ে নাও না ?

রাজা। দুঃখ যে আমার সে ক্ষমতা নেই বাসন্তিকা। দেবরাজ সৃষ্টির পূর্ব্বে আমায় বর দিয়েছিলেন যে আমার ছয় রাণীকে যে মূর্ত্তিতে সাজাবো, পৃথিবীর বুকে তা'রই ছাপ পর্য্যায়ক্রমে যা'বে আসবে। আমি আমার ছয় রাণীকে ছয়টি বিভিন্ন রূপে সাজিয়েছিলাম, তাই ধরার বুকে ছয়টি ঋতু বিরাজ কোরছে।

বাসন্তিকা। আবার নূতনভাবে সাজিয়ে নেবার বর কি দেবরাজ তোমায় দেন নি ?

রাজা। না, প্রলয়ের পূর্ব্বে, ধরার নববিকাশের পূর্ব্বে, সে ক্ষমতা আমি ফিরে পাবো না। এক একবার ভাবি, প্রলয়ের পর, ধ্বংসের বুকে, আমার ছয় রাণীকে তোমা-রই সাজে সাজাবো—তোমার রূপ যা'তে শাশ্বত হোয়ে ওঠে আমার চোখে। আবার মনে হয়, না, না, না,

এই ভালো, নইলে তোমায় পাবার আগ্রহ আর আমার থাকবে না, তোমার মধুর সঙ্গের দুর্ব্বার লোভ লুপ্ত হ'বে।

বাসন্তিকা। তা'তে ক্ষতি কি রাজা ?

রাজা। জীবন মৃত্যুব ব্যবধান কোথায় থাকবে দেবী ?

বাসন্তিকা। বিচ্ছেদের আশঙ্কাও তেমনই লুপ্ত হ'বে।

রাজা। বিচ্ছেদ কত মধুর তা' কি তুমি জানো না রাণী ? মিলনকে পূর্ণ কোরে তোলাই তার সার্থকতা। দিবালোকে প্রদীপের যেমন কোন প্রয়োজন নাই অফুরন্ত পাওয়ার মাঝে মিলনেরও তেমনই কোন সার্থকতা নাই।

(গান গাহিতে গাহিতে ঋতুদূতের প্রবেশ)

(গান)

ধরার বুকে আগুন জেলে বিদায় নেবে ফাগুন হাওয়া।
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের বোঝা অসীমপানে ভেসে যাওয়া।
ফুলের বুকে ফুরায় মধু,
কোথায় এখন ভ্রমর-বঁধু ?
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে আছে তাহার সকল পাওয়া।
বিশ্বকে সই নিঃস্ব কোরে আজ্‌কে বিদায় চাওয়া।

[ঋতুদূতের প্রস্থান

বাসন্তিকা। ঐ আমারও বিদায়ের ডাক এসেছে। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে, বিচ্ছেদের যে মাধুরী তোমার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, সেই আশ্বাসবাণীই আমার একমাত্র পাথেয়।

[হঠাৎ ক কুঞ্জ তপ্ত হাওয়ায় ঝল্‌সে' গেলো—নিদাঘের সূচনায় সহ চরী পরিবৃতা বাসন্তিকার বিদায়—ঋতুরাজের মুখ আবার ঃ ঞ্জ ভরে গেলো।]

য ব নি কা